দৈনিক বাংলা

0 008

তারিখ ... 12.12.84
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 5

ওস্তাদ মীর কাশেম খান

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর অনুজ নায়েব আলী খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মীর কাশেম খান। মীর কাশেম খানের পরিবার সম্বন্ধে লোকশ্রুতি আছে যে এঁদের শরীরে রক্তের বদলে আছে সংগীতের সুরধারা। আর এই সঙ্গীত-পরিবারে ১৯২৬ সালে শিবপুর গ্রামে মীর কাশেম খান জন্মগ্রহণ করেন।

মীর কাশেম খান শৈশবকালেই পারিবারিক সঙ্গীত ধারার প্রতি অনুরক্ত হন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পিতা নায়েব আলী খাঁর কাছে কণ্ঠ সঙ্গীতে তালিম নিতে শুরু করেন। মীর কাশেম খান সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। অনুকরণ ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। অল্প আয়াসেই সঙ্গীতে জটিল কারুকার্য আয়ত্ত করে ফেলতে পারতেন। কণ্ঠ সঙ্গীত সাধনার সঙ্গে পিতার নিকট তবলযন্ত্রেও তালিম নিতে লাগলেন। তবলাযন্ত্রে তিনি অল্পকালের মধ্যে দক্ষ হয়ে উঠলেন।

মীর কাশেম খান যথারীতি পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু একদিন ক্লাসে স্লেটে একটা ভুল অংক লেখার জন্য তাঁকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হলো। ক্রুদ্ধ শিক্ষক স্লেটখানা মীর কাশেমের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। স্লেট এসে তাঁর চোখে ও কপালে আঘাত করলো। শেষ পর্যন্ত অপারেশন করার পর চোখটা বেঁচে গিয়েছিলো। তাই লেখাপড়া আর হলো না। সঙ্গীতের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করলেন। এ সময়ে তিনি সেতারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি পিতা নায়েব আলী খাঁর কাছে কিছুদিন সেতারে তালিম নিলেন। তারপর চাচা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে তালিম নিতে গেলেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কঠোর শাসনে একটানা চার বছর সঙ্গীত সাধনা করেন।

সঙ্গীত শিক্ষা লাভ শেষ করে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিতার কাছে ফিরে এলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কোলকাতার এক বিখ্যাত ব্যালে ট্রুপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেলেন।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ব্যালে ট্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

১৯৪৯ সালে মীর কাশেম খান রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে 'নিজস্ব শিল্পী' হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৫৬ সালে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মরহুম বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যদলের সদস্য হিসেবে সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইরাক, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, মিসর সফর করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। তাছাড়া, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গীত পরিচালক ও একক শিল্পী হিসেবে চীন ও ১৯৬৮ সালে ইরান ও আফগানিস্তান সফর করেন। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৭২ সালে ভারত, ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক এবং ১৯৭৮ সালে হংকং ও থাইল্যান্ড সফর করে সঙ্গীত রসিকদের মুগ্ধ করেন।

মীর কাশেম খান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার বাদক। সঙ্গীত তাঁর জীবনের সাধনার ধন। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তিনি শুধু একজন সেতার শিল্পীই নন, তিনি একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক। তাঁর সুরারোপিত অসংখ্য গান রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া, 'সামান্য ক্ষতি', 'আনারকলি', 'বিচার', 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি কয়েকটি নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত রচনা করে তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন।

তিনি ঢাকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'জাগো আর্ট সেন্টারের' সঙ্গীত পরিচালক ও সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন।

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন মীর কাশেম খানকে শ্রেষ্ঠ সেতার শিল্পী হিসেবে 'জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কারে' ভূষিত করেন। তাছাড়া, ১৯৭৮ সালে তিনি 'শিল্পকলা একাডেমী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনগণ তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'কৃতি সন্তান' হিসেবে সম্মানিত করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি সঙ্গীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদকে' ভূষিত হন।

ওস্তাদ মীর কাশেম খান রেডিও বাংলাদেশের একজন উপপ্রধান সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করছিলেন।

ওস্তাদ মীর কাশেম খান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন মিশুক ও অমায়িক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন গুণী শিল্পী হারালো।